সংবাদ

তারিখ ... 3/7/83 ...
পৃষ্ঠা ... 1 ... কলাম 7 ...

061

অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালুর জন্য এডিবি'র সুপারিশ

॥ প্রফুল্ল কুমার ভক্ত ॥

ব্যবহারিক শিক্ষাকে সার্বজনীন করার উদ্দেশ্যে বাংলদেশে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা (ননফরমাল এডুকেশন) ব্যবস্থা চালু করার ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা চলছে। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক এ ধরনের কর্মসূচীতে অর্থ সাহায্য দিতে পারে বলে জানা যায়।

সংশ্লিষ্ট মহল থেকে জানা যায় যে, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের দু'জন প্রতিনিধি গত জুন মাসের প্রথম দিকে বাংলাদেশ সফর করেন। এদের মধ্যে একজন শিক্ষা বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তাঁরা বাংলাদেশের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেন এবং যেসব লোক শিক্ষার সুযোগ আদৌ পায় না তাদের কিভাবে অন্ততঃপক্ষে ব্যবহারিক শিক্ষাটা দেয়া যায় তাঁরা সে ব্যাপারে অনুসন্ধান করেন। গত ১০ই জুন তাঁরা বাংলাদেশে যে পরিমাণ সুযোগ-সুবিধে রয়েছে

(শেষ পৃ: ১ এর ক: দ্র:)

এডিবি'র সুপারিশ

(১ম পাতার পর)

তাকেও যদি কাজে লাগানো যায়, তাহলে স্কুলে যাবার বয়সের ছেলেমেয়ে থেকে শুরু করে ৩৫ বছর পর্যন্ত বয়সের যে সব লোক লেখাপড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত, তাদের পাঁচ বছরের মধ্যে প্রস্তাবিত কর্মসূচীর আওতায় ব্যবহারিক শিক্ষা দেয়া সম্ভব হবে।

বাংলাদেশের প্রায় ৫৬ হাজার বর্গমাইল পরিমিত জায়গায় ৯ কোটির বেশী লোক বসবাস করেন। জনসংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশ অষ্টম শীর্ষস্থানে অবস্থান করছে। এখানে প্রতি বর্গমাইল এলাকায় প্রায় দেড় হাজার লোকের বাস। এর ওপর আবার প্রতিবছর ২ দশমিক ৬ শতাংশ হারে লোক সংখ্যা বাড়ছে। এখানকার শতকরা ৮০ ভাগ লোকই দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাস করেন। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, বেকারত্ব ও অর্ধ-বেকারত্ব, শিক্ষার অভাব, স্বাস্থ্য সুবিধার অপ্রতুলতাসহ বিভিন্নমুখী সমস্যার মোকাবেলা করতে হয় বাংলাদেশকে। নিরক্ষরতার উচ্চ হারই দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বাংলাদেশের সাধ্য অনুযায়ী আনুষ্ঠানিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারী তহবিল থেকে পর্যাপ্ত অর্থ ব্যয় করা হয়। কিন্তু লেখাপড়া শেখার পর আয় করার কোন পথ পাওয়া যাবে কিনা তার নিশ্চয়তা না থাকায় অনেকেই লেখাপড়ার প্রতি আকর্ষণ বোধ করেন না। অথচ দেশের মানুষ যদি শিক্ষিত না হয়, তাহলে তারা নিজের উন্নতির কথাও চিন্তা করতে পারে না। সে জন্য জাতির উন্নতির জন্য আনুষ্ঠানিক শিক্ষার বিকল্প গড়ে তোলা দরকার। অভিজ্ঞ মহলের মতে এই পদ্ধতি এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যাতে সমাজের গরীব ও বঞ্চিত লোকেরা এর মাধ্যমে ব্যবহারিক শিক্ষা পেতে পারে। অনানুষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থাই এ রকম একটি বিকল্প পদ্ধতি হতে পারে বলে এ ডিবি'র বিশেষজ্ঞদের চিন্তা-ভাবনায় স্থান পেয়েছে।

এডিবি'র বিশেষজ্ঞদের মতে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থা চালু করার বিস্তর সুযোগ ও সম্পদ বাংলাদেশেই রয়েছে। এই সম্পদগুলোকে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রসারে সহজেই কাজে লাগানো যেতে পারে। বাংলাদেশে যেসব বিদ্যালয় আছে সেখানে ছাত্র হাজিরা খুবই কম। বিদ্যালয়গুলোতে যে পরিসর আছে সেখানে অনেক বেশী ছাত্র-ছাত্রীর স্থান সংকুলান করা যায়। এর ওপর আবার সরকার সারা দেশে পাঁচ শ' 'কমিউনিটি স্কুল' নির্মাণ করছে। চালু বিদ্যালয়গুলো দৈনিক মাত্র ৫।৬ ঘণ্টা খোলা থাকে। তাছাড়া বিভিন্ন কারণে বিদ্যালয়ে বছরে বিশ সপ্তাহের মত ছুটি থাকে। আনুষ্ঠানিক শিক্ষার পর এবং ছুটির সময়ে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যবহার করা যায়। খোঁজ করলে এ ধরনের সম্পদ আরও পাওয়া যেতে পারে। যে সব লোক আদৌ শিক্ষার সুযোগ পায়নি অথবা শুরুতেই যাদের লেখাপড়া বন্ধ হয়ে গেছে উল্লিখিত সম্পদগুলো কাজে লাগিয়ে তাদের কাছে শিক্ষার আলো পৌছে দেয়া যায়। আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার পরিপূরক হিসেবে প্রস্তাবিত অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা এই উদ্দেশ্যে বাস্তবায়নে যথেষ্ট সহায়তা করতে পারে। এই কর্মসূচীর প্রতি আগ্রহী ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণদান, অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য কেন্দ্র চিহ্নিতকরণ ও প্রতিষ্ঠা, বেতার, টেলিভিশনসহ সরকারী প্রচার মাধ্যম এই কর্মসূচীর জন্য ব্যবহার, এই কর্মসূচীর জন্য সম্ভাব্য ভবন, যন্ত্রপাতি ও জনশক্তির ব্যাপক জরিপসহ বিভিন্নমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে আলোচ্য কর্মসূচীর কাজ সুষ্ঠুভাবে শুরু করা সম্ভব হবে বলে তাদের ধারণা।

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের প্রতিনিধিদের মতে ব্যাপক আকারে শুরু করার আগে ৩ থেকে ৬ মাসের জন্য ৫ থেকে ১০টি গ্রামে আলোচ্য কর্মসূচী পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা যেতে পারে। এই অভিজ্ঞতার আলোকেই প্রয়োজনবোধে প্রস্তাবিত কর্মসূচী সংশোধন করা যাবে। এর পরই কেবল এই কর্মসূচী ব্যাপক আকারে চালু করা সঙ্গত হবে। আলোচ্য কর্মসূচীর জন্য বরাদ্দকৃত মোট অর্থের ২৫ শতাংশের বেশী প্রশাসনিক খাতে ব্যয় করা ঠিক হবে না।

বিদ্যালয়ে লেখাপড়ার সুযোগ পায়নি বা লেখাপড়া শিখতে গিয়ে বন্ধ করতে হয়েছে এমন ছেলেমেয়ে, পল্লীর যুবক ও বয়স্ক লোক, বেকার ও অর্ধ বেকার, কৃষিখামার, পশু পালন, মৎস্য উন্নয়ন ও বন বিভাগের শ্রমিক এবং কারখানা অথবা অসংগঠিত শ্রমিকদের আলোচ্য কর্মসূচীর আওতায় আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করতে হবে। এই কর্মসূচীর প্রতি মেয়েদের আকৃষ্ট করার জন্য বিশেষ গুরুত্ব দেয়ার কথা উক্ত প্রতিনিধিবর্গ উল্লেখ করেন। কারণ, বাংলাদেশে মহিলাদের মধ্যে নিরক্ষরতার হার পুরুষদের তুলনায় বেশী।

বর্তমানে যেসব প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে সেখানে হাজিরা বাড়াতে হবে। এখন বিদ্যালয়গুলোতে ৫।৬ ঘণ্টার মত পড়াশোনা হয়। এসব বিদ্যালয়ের অধিক ব্যবহারের লক্ষ্যে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচীর সহায়তায় সকাল ৬টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত বিদ্যালয় খোলা রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। যেসব ছেলেমেয়ে এবং বয়স্ক লোক কোন না কোন কাজে নিয়োজিত থাকে। আনুষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য যে সময় স্কুল খোলা থাকে সে সময়ের আগে অথবা পরে তাদের অনানুষ্ঠানিক কর্মসূচীর অধীনে বিদ্যা শিক্ষার সুযোগ করে দিতে হবে। বর্তমানে কর্মরত শিক্ষক এবং প্রস্তাবিত অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি আগ্রহী ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। তাহলেই বিদ্যালয়ে যাবার বয়সী সব ছেলেমেয়ে ৩৫ বছর পর্যন্ত বয়সের লোককে পাঁচ বছরের মধ্যে উক্ত কর্মসূচীর অধীনে ব্যবহারিক শিক্ষা দেয়া সম্ভব হবে বলে আশা করা হয়।